সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

আশ্রমিকপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও বিদুরের সহিত কথোপকথন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মহামুনি।
তদন্তরে কি কর্ম্ম হইল তাহা শুনি ॥
পিতামহ উপাখ্যান অপূর্ব্ব চরিত্র।
তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিত্র ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে পিতামহগণ।
কি কি কর্ম্ম করিলেন কহ তপোধন ॥
কি করিল অন্ধরাজ সুবল-নন্দিনী।
নারীগণ কি করিল কহ শুনি মুনি ॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্মায় অন্তরে।
মুনিরাজ দয়া করি বলহ আমারে ॥
মুনি বলিলেন রাজা কর অবধান।
অতঃপর শুন পিতামহ উপাখ্যান ॥
যজ্ঞ কর্ম্ম সমাপিয়া ভাই পঞ্চজন।
দিলেন ব্রাহ্মণগণে বহুবিধ ধন ॥
হেনমতে পঞ্চভাই হরিষ অন্তর।
নানা দান উৎসব করেন নিরন্তর ॥
যজ্ঞ বিনা সে সবার অন্যে নাহি মতি।
ভ্রাতৃসহ বঞ্চেন শুনহ নরপতি ॥
সত্য ধর্ম্মশাস্ত্র আর প্রজার পালন।
দুষ্ট চোর ভয় খণ্ডে বৈরীর মর্দ্দন ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম বিনা গতি নাহি আর ॥
দাস দাসী প্রজা আদি অনুগত জনে।
রাজার পালনে সবে সদা হৃষ্টমনে ॥
ভ্রাতৃগণ সহ তথা ধর্ম্মের নন্দন।
ইষ্ট তুল্য ধৃতরাষ্ট্রে করেন সেবন ॥
ভীমার্জ্জুন আর দুই মাদ্রীর নন্দন।
সতত রহেন ধৃতরাষ্ট্রের সদন ॥
ভীমসেন মহাবীর পবন-নন্দন।
পূর্ব্ব দুঃখ অন্তরে না হয় পাসরণ ॥
স্মরিয়া সে সব দুঃখ ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।
ক্রোধ করি অন্ধরাজে কহে কটুভাষ ॥
পূর্ব্ব কথা বুঝি প্রায় হৈলে পাসরণ।
জতুগৃহে পোড়াইলে আমা পঞ্চজন ॥
খলমতি কদাচারী তুমি কুরুকুলে।
আমা সবা হিংসা করি সবংশে মজিলে ॥
শত পুত্র তব আমি করিনু সংহার।
তবু দুঃখ পাসরণ নহেত আমার ॥
এত বলি দুই বাহু করে আস্ফালন।
দন্ত কড়্মড় করে অরুণ লোচন ॥
ভীমবাক্যে ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদা অস্থির।
অন্তরে অনল দহে কুরু মহাবীর ॥

অর্জ্জুন সহিত দুই মাদ্রীর নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাতে চলেন অনুক্ষণ॥
ভীম-বাক্যজালে রাজা দহে কলেবর।
দ্বিগুণ পূর্ব্বের শোক দহয়ে অন্তর॥
হায় পুত্র দুর্য্যোধন বীর চূড়ামণি।
তোমার বিরহে দহে এ পাপ পরাণী॥
এক পুত্র হৈলে লোকে আনন্দ অপার।
তোমা হেন শত পুত্র মরিল আমার॥
আজ্ঞাতে করিলে বশ পৃথিবীর রাজা।
ভক্তিভাবে তোমার চরণ কৈল পূজা॥
ইন্দ্রের বৈভব কৈলে পৃথিবী ভিতর।
তোমার জনক হেন হইল কাতর।
এইরূপে অনুতাপ করে অনুক্ষণ।
দুই এক দিন রাজা না করে ভোজন॥
গান্ধারী প্রবোধ বহু করেন রাজারে।
সত্যধর্ম্ম বিচারিয়া বিবিধ প্রকারে॥
অকারণে তাপ কেন কর নরপতি।
কর্ম্ম অনুরূপ রাজা শুভাশুভ গতি॥
আপন কর্ম্মের ভোগ নাহিক এড়ান।
জানি পুনঃ শোচন না করে জ্ঞানবান॥
আমারে যেরূপ ভাবে হৃদয় তোমার।
সেইরূপ তোমা প্রতি হৃদয় আমার॥
ভীম প্রতি যেইরূপ তোমার হৃদয়।
সেইরূপ ভাবে ভীম শুন মহাশয়॥
শিশুকাল হৈতে তুমি ভীমেরে হিংসিলা।
অনেক মন্ত্রণা করি নানা দুঃখ দিলা॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে ভীম বড় দুরাচার।
একেশ্বর শত পুত্র মারিল আমার॥
যাহারে দেখিলে মম সর্ব্ব অঙ্গ দহে।
দ্বিগুণ বাড়য়ে অগ্নি হৃদয়ে না সহে॥
যুধিষ্ঠির গুণ কথা না যায় বর্ণন।
সাধুপুত্র গুণবান ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীমের এমন ভাব সে কিছু না জানে।
না রহে জীবন মম ভীমের বচনে॥
এইরূপে অন্ধরাজ গান্ধারী সহিত।
হেনকালে বিদুর হইল উপনীত॥

প্রণমিয়া অন্ধেরে বিদুর মহামতি।
জিজ্ঞাসিল উচাটন কেন নরপতি॥
কোন দুঃখে দুঃখী তুমি কহত আমারে।
ইষ্টদেব তুল্য তোমা সেবে যুধিষ্ঠিরে॥
ভ্রাতৃগণে নিয়োজিল তোমার সেবনে।
অপর আছয়ে যত দাস দাসীগণে॥
ধর্ম্মপথে যুধিষ্ঠির নহে বিচলিত।
আর চারি সহোদর তার মনোনীত॥
রাজ্য অর্থ ধন আদি সকলি তোমার।
পিতৃতুল্য ভাবে তোমা ধর্ম্মের কুমার॥
আপন ইচ্ছায় তব যেই মনে লয়।
যত ইচ্ছা দান ভোগ কর মহাশয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহিলে প্রমাণ।
বেদতুল্য তব বাক্য কভু নহে আন॥
মম হিত উপদেশ যতেক কহিলা।
না শুনিনু তব বাক্য করে অবহেলা॥
সেই হেতু এই গতি হইল আমার।
তবে সুখ দুঃখ কথা কি আর বিচার॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্ব গুণাধার।
কোন’ দোষে দোষী নহে ধর্ম্মের কুমার॥
পুত্রের অধিক মম করয়ে সেবন।
তাঁর গুণে হৈল মম শোক নিবারণ॥
কোন’ দোষে দোষী নহে রাজা যুধিষ্ঠির।
কিন্তু ভীম দুরাচার দহয়ে শরীর॥
কোন কর্ম্ম হেতু আমি যদি কহি তারে।
কর্ম্ম না করিয়া আর কহে কটুত্তরে॥
শত পুত্র মারি দুঃখ নহে নিবারণ।
দন্ত কড়্মড়্ করে বাহু আস্ফালন॥
ভীমের চরিত্র দেখি দহে মম কায়।
কি কহিব কহ মোরে ইহার উপায়॥
বিদুর কহেন শুন স্থির কর মন।
ভীমের বচনে রাজা নহ উচাটন॥
অপমান করে তোমা যদি যুধিষ্ঠির।
তব যেই চিত্তে লয় কর নরবর॥
তুমি যেই ভাব কর বৃকোদর প্রতি।
তোমারেও দুষ্টভাব করয়ে মারুতি॥

ইহা জানি বৃকোদরে ত্যজহ আক্রোশ ।
যুধিষ্ঠির প্রতি তুমি নহ অসন্তোষ ॥
তোমারে বিমনা যদি শুনে ধর্ম্মরায় ।
এইক্ষণে আসিয়া পড়িবে তব পায় ॥
তুমি অসন্তোষ যদি হও নরপতি ।
রাজ্য ত্যজি বনে যাবে ধর্ম্ম নরপতি ॥
তাহারে প্রসন্ন ভাব হও নরনাথ ॥
এত বলি বিদুর করিল প্রণিপাত ॥
পুনরপি ধৃতারাষ্ট্র সকরুণে কয় ।
যুধিষ্ঠিরে ক্রোধ মম কদাচিত নয় ॥
আমি ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিখ্যাত ভুবনে ।
মহাধনুর্দ্ধর পুত্র একশত জনে ॥
সকল সংহার মম করে যেইজন ।
তাহার পালিত হ'য়ে রাখিব জীবন ॥
ধিক্ ধিক্ জীবনে এমন ছার আশ ।
সংসার যুড়িয়া লজ্জা লোকে উপহাস ॥
দ্বিতীয় বাসব মম পুত্র দুর্য্যোধন ।
তাহা বিনা পাপ প্রাণ রহে এতক্ষণ ॥
এইরূপে শোচনা করিয়া বহুতর ।
পুনঃ বিদুরের প্রতি করিল উত্তর ॥
অবধান কর ভাই বচন আমার ।
যে বিধান চিত্তে আমি করেছি বিচার ।
রাজ্যসুখ ভোগ নানা করিনু বিস্তর ।
মম সম সুখ নাহি ভুঞ্জে কোন নর ॥
অতঃপর চিত্তে সে সকল ক্ষমা দিব ।
বনবাসে গিয়া আমি যোগ আরম্ভিব ॥
রাজনীতি ধর্ম্ম হেন আছে পূর্ব্বাপর ।
শেষকালে প্রবেশিবে অরণ্য ভিতর ॥
অবশেষ কাল মম হৈল উপনীত ।
যোগ ধর্ম্ম আচরণ হয়ত বিহিত ॥
সত্য সত্য বনে যাব নাহিক সংশয় ।
যোগ আচরিব গিয়া কহিনু নিশ্চয় ॥
বিদুর বলেন রাজা কর অবধান ।
যতেক কহিলে সত্য কভু নহে আন ॥
রাজা হ'য়ে শেষকালে যাব বনবাস ।
যোগ আচরিব গিয়া করিয়া সন্ন্যাস ॥
বেদের বচন ইথে নাহিক সংশয় ।
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহাশয় ॥
আপনি বৃদ্ধক অতি শরীর দুর্ব্বল ।
শোকাতুর অন্ধ তব নয়ন যুগল ॥
অভ্যন্তর যেতে তব নাহিক শকতি ।
ঘোর বনে কিমতে পশিবে নরপতি ॥
ভয়ঙ্কর বনজন্তু সিংহ ব্যাঘ্রগণ ।
প্রলয় মহিষ গজ ঘোর দরশন ॥
কিমতে রহিবে তথা তাহা মোরে কহ ।
আর তাহে মহারাজ চক্ষে না দেখহ ॥
অপমৃত্যু হয় পাছে এই বড় ভয় ।
এই হেতু ইথে মোর চিত্তে নাহি লয় ॥
সে কারণে কহি আমি শুন মহারাজ ।
গৃহাশ্রমে থাকিয়া না হয় কোন কাজ ॥
দ্বিজগণে দান দেহ বহুবিধ ধন ।
প্রবাল মুকুতা মণি রজত কাঞ্চন ॥
ভূমিদান অন্নদান আর নানা দান ।
অন্ন দান নহে অন্য দানের সমান ॥
যাহা ইচ্ছা দান কর আপনার মনে ।
কৃষ্ণপদ চিন্তা কর বসিয়া নির্জ্জনে ॥
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ যবে হবে এইমতে ।
পাইবা উত্তম গতি শুন নরপতে ॥
ধর্ম্মের নন্দন দেখ রাজা যুধিষ্ঠির ।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী বন্ধুশোকে আকুল শরীর ॥
তোমার সেবন হেতু করে গৃহবাস ।
তোমার এ মতি শুনি হইবে নিরাস ॥
তোমা বিনা সকল ত্যজিবে ধর্ম্মরায় ।
ব্রহ্মচর্য্য আচরি কাননে পাছে যায় ॥
এই হেতু রাজা আমি কহি যে তোমায় ।
গৃহাশ্রমে রহি গতি চিন্তা কর রায় ॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক রাজা আর ।
মম চিত্তে লয় রাজা এই তো বিচার ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে তুমি পরম পণ্ডিত ।
তোমার বচন খ্যাত বেদের বিহিত ॥
যতেক কহিলে কিছু না হয় বিধান ।
কিন্তু এক কথা কহি কর অবধান ॥

করুণানিদান সেই নন্দের কুমার।
একমনে ভজিলে সে করয়ে উদ্ধার॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ কর নিবারণ।
কায়মনোবাক্যেতে চিন্তিবে নারায়ণ॥
গৃহাশ্রমে হেন শক্তি নহিবে আমার।
সে কারণে বনে যেতে করেছি বিচার॥
বনজন্তুগণ হেতু কহিলে প্রমাণ।
আপন অদৃষ্ট ফল না হবে এড়ান॥
যা থাকে অদৃষ্টে তাহা অবশ্য হইবে।
পূর্ব্বার্জ্জিত ফল যাহা তাহা কে খণ্ডাবে॥
অভয় পদারবিন্দ করিয়া ভাবন।
সর্ব্ব ভয় হইতে হইবে বিমোচন॥
ইহা ভিন্ন অন্য চিত্তে না লয় আমার।
বনবাসে যাইব কহিনু সারোদ্ধার॥
ধৃতরাষ্ট্র মন বুঝি বিদুর সুমতি।
আশ্বাসিয়া বলে পুনঃ শুন নরপতি॥
তুমি যদি বনবাসে যাইবা নিশ্চয়।
আমিও সংহতি তব যাব মহাশয়॥
আমি তব ভৃত্য, তুমি আমার ঈশ্বর।
ঈশ্বর বিহনে কিবা করিবে কিঙ্কর॥
যথায় যাইবা তুমি যাইব সংহতি।
তোমার যে গতি রাজা আমার সে গতি॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ করিব বিধিমতে।
তাঁর অনুমতি বিনা না পারি যাইতে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহ যুধিষ্ঠিরে।
সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহ বিবিধ প্রকারে॥
তুমি আমি গান্ধারী সঞ্জয় আদি করি।
নানামতে প্রবোধিব ধর্ম্ম অধিকারী॥
এত শুনি বিদুর চলিল ধর্ম্ম স্থানে।
বসিয়া আছেন ধর্ম্ম রত্নসিংহাসনে॥
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগণ চৌদিকে বেষ্টিত।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত॥
স্বধর্ম্মে করেন রাজ্য ধর্ম্মের নন্দন।
পুত্রবৎ পালেন যতেক প্রজাগণ॥
সর্ব্বজীবে সমভাব দয়ার ঈশ্বর।
ধর্ম্ম অবতার ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির॥
যুধিষ্ঠির গুণে বশ হৈল সর্ব্বজন।
শোক দুঃখ সকল হইল বিস্মরণ॥
প্রাতঃকালে উঠি রাজা করি স্নান দান।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগণে করেন সম্মান॥
তদন্তরে দ্বিজগণে করিয়া সম্মান।
বিবিধ রতন দেন নাহি পরিমাণ॥
অশ্ব বৃষ গাভী বৎস আর নানা ধন।
ভূমিদান অন্নদান বিবিধ বসন॥
হেনমতে দান কর্ম্ম করি সমাপন।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে করি সম্ভাষণ॥
সেবায় নিযুক্ত করি ভ্রাতৃ বন্ধুজনে।
আজ্ঞা মাগি রাজকার্য্যে যান সেইক্ষণে॥
সিংহাসনে বসিয়া করেন রাজকার্য্য।
পাত্রমিত্র ভ্রাতৃ বন্ধু সহিত সাম্রাজ্য॥
রাজকার্য্য অবসানে আসিয়া মন্দিরে।
ব্রাহ্মণে করেন পূজা নানা উপচারে॥
যাহাতে যাহার প্রীতি ভক্ষ্যদ্রব্য আদি।
সবারে করেন দান সহিত দ্রৌপদী॥
যথোচিত তৃপ্ত করি অন্ধ নরবরে।
সেইমত গান্ধারীকে পূজেন সাদরে॥
দোঁহা অনুমতি ল'য়ে বিদায় হইয়া।
ভোজন করেন রাজা বন্ধুগণ লৈয়া॥
এইমত নিত্যকর্ম্ম করি ধর্ম্মরায়।
সাধু সর্ব্বগুণান্বিত অপ্রমিত কায়॥
ভারত আশ্রমপর্ব্ব অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনেচ্ছা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের খেদ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
কহ শুনি কিবা কর্ম্ম হ'ল তার পর॥
মুনি বলে শুন কুরুকুল অধিকারী।
বিদুর আইল যুধিষ্ঠির বরাবরি॥
রাজার নিকটে বসি বলয়ে বচন।
অবধানে শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
পরম ভাজন তুমি সাধু সুপণ্ডিত।
তব গুণে বসুমতী হইল পূর্ণিত॥

তোমা হৈতে কুরুকুল পবিত্র হইল।
তোমার সমান রাজা না হবে নহিল ॥
যত রাজকর্ম্ম নীতি শাস্ত্রেতে বাখানে।
সকল তোমাতে পূর্ণ, তুমি পূর্ণ গুণে ॥
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ সনাতন।
যাঁর তত্ত্ব না পান স্বয়ম্ভু পঞ্চানন ॥
আগমে কিঞ্চিৎ তত্ত্ব না পায় যাঁহার।
হেন প্রভু বশ হৈল গুণেতে তোমার ॥
ব্রাহ্মণ-সেবার গুণ কে বলিতে পারে।
সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সংসার ভিতরে ॥
ব্রাহ্মণেতে প্রীতি হন দেব নারায়ণ।
এই হেতু দ্বিজসেবা কর অনুক্ষণ ॥
পাত্রমিত্র প্রজা বন্ধু সুহৃদ সুজন।
সদয় হৃদয়ে কর সবার পালন ॥
এইমত বিধিমত কহিয়া রাজারে।
কহিলেন শেষ ধৃতরাষ্ট্রের উত্তরে ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল তোমার সদনে।
এই ভিক্ষা দেও মোরে প্রসন্ন বদনে ॥
রাজার নিয়ম এই আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রধর্ম্ম বিধি নীতি বেদের উত্তর ॥
রাজা হ'য়ে করিবেক প্রজার পালন।
দান ব্রত যজ্ঞ নানা ধর্ম্ম উপার্জ্জন ॥
শেষকালে তনয়েরে রাজ্য ভার দিয়া।
বনবাস করিবেন যোগ আচরিয়া ॥
ফলমূলাহারী হ'য়ে করিবে বসতি।
সমাধি সাধিয়া লভিবেক দিব্যগতি ॥
সে কারণে ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল মোরে।
সান্ত্বনা পূর্ব্বক তোমা কহিবার তরে ॥
অবশেষ কাল এই হইল আমার।
কুলধর্ম্ম মত আমি করিব আচার ॥
যথাশক্তি কিছুমাত্র যোগ আচরিব।
তব অনুমতি হ'লে কাননে পশিব ॥
বিদুর বচন শুনি যেন বজ্রাঘাত।
পড়িল অস্থির হ'য়ে পাণ্ডবের নাথ ॥
কি বলিলা খুল্লতাত নিষ্ঠুর বচন।
কোন দোষে জ্যেষ্ঠতাত করেন বর্জ্জন ॥
জ্যেষ্ঠতাত মোরে যদি ত্যজিবে নিশ্চয়।
তবে আর কিসের আমার গৃহাশ্রয় ॥
আমিও সন্ন্যাসী হৈয়া যাব বনবাসে।
কি করিব ধন জন বন্ধু গ্রাম দেশে ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির আকুল হৃদয়।
বিদুর সহিত যান অন্ধের আলয় ॥
কান্দেন অন্ধের পদ ধরি ধর্ম্মরায়।
কোন দোষে তাত তুমি ত্যজিবা আমায় ॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকলি তোমার।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর ॥
কোন দোষে দোষী আমি নাহি তব পদে।
বালকেরে ত্যাগ কর কোন্ অপরাধে ॥
আমি রাজা হৈতে যদি দুঃখ তব মনে।
আমি অভিষেক করি তোমার নন্দনে ॥
যুযুৎসুরে অভিষেক করিব এখনি।
হস্তিনার পাটে তারে দিব রাজধানী ॥
তোমার কিঙ্কর আমি তুমি মম প্রভু।
তব আজ্ঞা বিচলিত নহি আমি কভু ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
লোটাইয়া ধরিলেন অন্ধের চরণ ॥

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয়ের বনযাত্রা।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা যান গহন কানন।
শুনিয়া ব্যাকুল চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ॥
ভ্রাতৃগণ কৃষ্ণাসহ আসি দৌড়াদৌড়ি।
অন্ধরাজ গান্ধারী কুন্তীর পায়ে পড়ি।
ধূলায় ধূসর হৈয়া করয়ে ক্রন্দন।
অনাথ হইল আজি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
পিতৃশোক নাহি জানি তোমার কারণে।
সর্ব্বশোক পাসরিনু তোমা দরশনে ॥
তোমার বিহনে সব হৈল অন্ধকার।
কোন সুখে গৃহেতে রহিব মোরা আর ॥
কি দেখি ধরিব প্রাণ উপায় কি হবে।
তোমার সহিত তাত বনে যাব সবে ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির কান্দিয়া অপার।
প্রবোধ করেন সবে অশেষ প্রকার ॥

বিদুর সঞ্জয় দোঁহে বিচারিয়া মনে।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে মাদ্রীর নন্দনে॥
রাজার নন্দিনী কুন্তী রাজার গৃহিণী।
জনম দুঃখেতে গেল হেন অনুমানি॥
তোমরা উভয় তাঁর অতি প্রিয়তর।
কুন্তীরে প্রবোধ দেহ দুই সহোদর॥
তোমা দোঁহাকার স্নেহ নারিবে ছাড়িতে।
যাইতে নারিবে কুন্তী হেন লয় চিতে॥
এত শুনি দুই ভাই চলিল তখন।
জননীর গলে ধরি কান্দে দুইজন॥
কোথায় যাইবে তুমি নিষ্ঠুর হইয়া।
কিমতে বঞ্চিব মোরা তোমা না দেখিয়া॥
যদি আমা দোঁহে ছাড়ি যাইবে কাননে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমানে॥
এত বলি কান্দে দোঁহে উচ্চরব করি।
ব্যাকুল হইয়া চিত্তে ভোজের কুমারী॥
কি করিবে ইহার উপায় নাহি দেখি।
কহিতে লাগিল কুন্তী দ্রৌপদীরে ডাকি॥
তুমি শুদ্ধা পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার।
এই বাক্য প্রতিপাল্য করিবা আমার॥
এই দুই পুত্র মোর প্রাণের সমান।
এদিগে পালিবা তুমি হৈয়া সাবধান।
আমারে পাসরে যেন তোমার পালনে।
অনুমতি কর মাতা আমি যাই বনে॥
এত বলি শিরোঘ্রাণ করিল চুম্বন।
প্রণমিয়া যাজ্ঞসেনী করয়ে রোদন॥
পঞ্চপুত্র কোলে করি ভোজের নন্দিনী।
শিরে চুম্ব দিয়া করে আশীর্ব্বাদ বাণী॥
বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া পঞ্চজনে।
চলিলেন কুন্তীদেবী ধৃতরাষ্ট্র সনে॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সবে প্রবোধ না মানে।
শোকের নাহিক অন্ত ভাই পঞ্চজনে॥
মা মা বলি যুধিষ্ঠির ডাকেন সঘনে।
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা মাতা হৈলা কি কারণে॥
সহদেব নকুল এ ভাই দুইজনে।
তিলেক না জীবে মাতা তোমার বিহনে॥
পূর্ব্বে যবে বনে পাঠাইল দুর্য্যোধন।
মম সঙ্গে বনে গেল ভাই চারিজন॥
ঝরিত নয়ন সদা তোমার বিহনে।
তোমার ভাবনা বিনা না করিত মনে॥
তদন্তরে তোমার পাইয়া দরশন।
তিলেক বিচ্ছেদ নহে ভাই দুইজন॥
কেমনে চলিলা মাতা নির্দ্দয়া হইয়া।
এই দুই শিশু প্রতি না দেখ চাহিয়া॥
আমা সম ভাগ্যহীন নাহি অবনীতে।
জনম অবধি মজিলাম দুঃখ চিতে॥
ছার রাজ্য ধন মম ছার গৃহবাস।
তোমা বিনা হৈল মম সকল নিরাশ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির যত বধূগণ।
দুঃশলা সুন্দরী আদি কান্দে সর্ব্বজন॥
হাহাকার করি সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাও নৃপবরে॥
হাহা বিধি কি উপায় করিব এখন।
এত ক্লেশে পাপ প্রাণ রহে কি কারণ॥
পাষাণে রচিত দেহ আমা সবাকার।
এতেক প্রহারে তনু না হয় বিদার॥
গড়াগড়ি যায় সবে ধূলায় ধূসর।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় ভূমির উপর॥
দেখিয়া ব্যথিত হৈল বিদুর সুমতি।
ডাকদিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির প্রতি॥
শোক ত্যজ শুন রাজা আমার বচন।
আমা সবাকার শোক কর নিবারণ॥
ইহা সবাকার প্রতি করহ আশ্বাস।
প্রবোধিয়া সবাকারে লহ গৃহবাস॥
ধর্ম্মের নন্দন তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার এতেক মোহ অতি অবিচার॥
সবারে সান্ত্বনা করি স্থির কর মন।
তোমারে বুঝায় হেন আছে কোনজন॥
এইরূপে বিদুর কহিল বহুতর।
অনেক সান্ত্বনা করি পঞ্চ সহোদর॥
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন বিদুর সুমতি।
হেন অবধান কর বিদুরের প্রতি॥

এ সময় ব্রাহ্মণেরে দিব কিছু দান ।
কিছু ধন মাগি আন ধর্ম্মরাজস্থান ॥
অন্ধের বচনে ক্ষত্তা কহে যুধিষ্ঠিরে ।
কিছু ভিক্ষা চাহে তোমা অন্ধ নৃপবরে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভিক্ষা কিসের কারণ ।
তাঁহারি সকল রাজ্য প্রজা ধন জন ॥
আমি আদি সকল বিক্রিত তাঁর পায় ।
হেন বাক্য কহিবারে তাঁরে না যুয়ায় ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির ডাকি ভ্রাতৃগণে ।
ধন আনিবারে আজ্ঞা দিলেন তখনে ॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা পেয়ে চারি সহোদর ।
ভাণ্ডার হইতে ধন আনে বহুতর ॥
প্রবাল মুকুতা স্বর্ণ মণি মরকত ।
বিবিধ রতনরাশি কৈল শত শত ।
হরষিত অন্ধরাজ গান্ধারী সহিত ।
দ্বিজগণে ধন দান কৈল অপ্রমিত ॥
ভূমিদান অন্নদান করিল বিস্তর ।
হস্তী অশ্ব ধেনু বৎস রত্ন বহুতর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি রাজা দুর্য্যোধন ।
সবাকার নাম করি দ্বিজে দিল দান ॥
দানেতে তুষিয়া সব ব্রাহ্মণ মণ্ডল ।
বনে যেতে অন্ধরাজ হইল বিকল ॥
বহু আশীর্ব্বাদ কৈল ভাই পঞ্চজনে ।
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ করিল চুম্বনে ॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই কান্দে উভরায় ।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিল গান্ধারীর পায় ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী প্রসন্নবদনে ।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া ভাই পঞ্চজনে ॥
একে একে সবাকারে করিয়া বিদায় ।
বনবাস গমন করিল কুরুরায় ॥
গান্ধারীর স্কন্ধে আরোপিয়া বাম হাত ।
ধীরে ধীরে চলিলেন কুরুকুল নাথ ॥
গান্ধারীর বামভাগে চলিল সঞ্জয় ।
অগ্রে অগ্রে চলিলেন ক্ষত্তা মহাশয় ॥
হেনমতে অন্ধরাজ চলেন কানন ।
দেখিবারে আইল সকল প্রজাগণ ॥
বালবৃদ্ধ যুবা ধায় কুলবধূগণে ।
ধৃতরাষ্ট্র বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজনে ॥
ওহে অন্ধরাজ তুমি যাও কোথাকারে ।
কি হেতু তপস্যা বেশ ধ'রেছ শরীরে ॥
দুই চক্ষু অন্ধ তব অপূর্ব্ব শরীর ।
কিমতে ছাড়েন তোমা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
বাহুড় বাহুড় রাজা না যাও কাননে ।
তোমার বিহনে রাজা জীবে কোনজনে ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার ।
সেবিবে তোমায় সেই ধর্ম্মের আচার ॥
এইরূপে চতুর্দ্দিকে কাঁদে সর্ব্বজন ।
প্রবোধিয়া ধৃতরাষ্ট্র চলিল কানন ॥
পথ দেখাইয়া ক্ষত্ত আগে আগে যায় ।
কুরুক্ষেত্র নিকটে আইল কুরুরায় ॥
তথা হৈতে চলি গেল জাহ্নবীর কূলে ।
স্নানদান করিলেন নামি গঙ্গাজলে ॥
বসিয়া গঙ্গার তীরে কথোপকথনে ।
সেই দিন বঞ্চিল জাহ্নবী জলপানে ॥
রজনী প্রভাত হৈল সূর্য্যের উদয় ।
প্রভাতে উঠিয়া তবে বিদুর সঞ্জয় ॥
গঙ্গার পশ্চিমে বন নামে দ্বৈপায়ন ।
নানাবিধ বৃক্ষলতা শোভিত কানন ॥
অশোক চম্পক বৃক্ষ পলাশ কাঞ্চন ।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর আম্র জাম তরু বন ॥
রাজবৃক্ষ শাল তাল আর আমলকী ।
কণ্টকী দাড়িম্ব নারিকেল হরিতকী ॥
শিরীষ কদম্ব ঝাটি বদরী খদির ।
তিন্তিড়ী বহেড়া আর নারঙ্গ জম্বীর ॥
দেবদারু ভদ্রারুক নিম্ব তরুবর ।
বিচিত্র কদলীবৃক্ষ দেখিতে সুন্দর ॥
নানা পুষ্প সৌরভে শোভিত বনস্থলী ।
ভ্রমর গুঞ্জরে তাহে কোকিল কাকলী ॥
বিচিত্র তুলসীবৃক্ষ অতি সুশোভন ।
বিচিত্র মঞ্জরী তাহে নবদলগণ ॥
আমোদে পূর্ণিত হয় সকল কানন ।
পুষ্পভরে লম্ববান যত তরুগণ ॥

মল্লিকা মালতী যূথী জাতি নাগেশ্বর।
করবী বকুল জবা রঙ্গন টগর॥
সেউতী মাধবীলতা কুটজ কিংশুক।
সেফালিকা সারি সারি দেখায় কৌতুক॥
নব নব দলেতে পূর্ণিত ফল ফুল।
তার গন্ধে মকরন্দ ধায় অলিকুল॥
ময়ূর কোকিলগণে করে কুহুরব।
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে সুসৌরভ॥
বন দেখি আনন্দিত বিদুর সঞ্জয়।
হেথায় বঞ্চিব হেন চিন্তিল হৃদয়॥
দুইখানি কুটীর রচিল সেইখানে।
মুনিগণ নিবসয়ে তার সন্নিধানে॥
সম্ভাষিয়া মুনিগণে করিয়া বিনয়।
অন্ধের নিকটে গেল বিদুর সঞ্জয়॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহিত ভোজসুতা।
সবে ল'য়ে কুটীরে আইল পুনঃ ক্ষত্তা॥
কানন-নিবাসী যত ঋষি মুনিগণ।
আইল করিতে ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষণ॥
যথাবিধি সবাকারে পূজিয়া সাদরে।
হরষিতে জিজ্ঞাসিল অন্ধ নৃপবরে॥
মহামুনি ঋষিগণ ধৃতরাষ্ট্র প্রীতে।
আশ্রম করিয়া রহিলেন চতুর্ভিতে॥
দেখিয়া পাইল প্রীতি অন্ধ নরবরে।
ব্রহ্মচর্য্য আচরিল শুদ্ধ কলেবরে॥
নিকটে জাহ্নবী নীরে স্নান দান করি।
হোমকর্ম্ম সমাপিয়া কুরু অধিকারী॥
গৃহমধ্যে কুশাসন করিয়া স্থাপন।
পূর্ব্বমুখে বসিলেন করি যোগাসন॥
হৃদয়ে পরম পদ চিন্তিয়া সাদরে।
মন্ত্র জপ করে অন্ধ ভক্তি পুরঃসরে॥
নিকটে বিদুর আর সঞ্জয় সুমতি।
যোগাসন করি দোঁহে করিলেন স্থিতি॥
এইরূপে সকলে বসিল যোগাসনে।
মন্ত্র ধ্যান করি কৃষ্ণ জপেন সুক্ষণে॥
দিন শেষে বিদুর সঞ্জয় দুইজন।
ফল মূল আনি সবে করিল ভক্ষণ॥
পুণ্যকথা আলাপেতে বঞ্চিয়া রজনী।
হেনমতে কাননে রহিল নৃপমণি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান॥

বনে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাণ্ডবের আগমন।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরপতি।
গৃহে যান ধর্ম্মরাজ শোকাকুল মতি॥
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত পাঞ্চাল-কুমারী।
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী॥
শোকাকুল হ'য়ে সবে কান্দে সর্ব্বজন।
রজনী দিবস শোক নহে নিবারণ॥
না রুচে আহার জল সদা ঝরে আঁখি।
শোকাকুল মন সবে হৈল বড় দুঃখী॥
ধর্ম্ম অগ্রে কান্দি কহে মাদ্রীর তনয়।
এত দিনে মৃত্যুকাল হইল নিশ্চয়॥
ধরিতে না পারি প্রাণ জননী বিহনে।
দশদিক অন্ধকার লাগে রাত্রিদিনে॥
ভোজন না করে অনুক্ষণ মহাশয়।
রজনী দিবস নিদ্রা চক্ষে নাহি হয়॥
এইক্ষণে যদি আমি নাহি দেখি মায়।
অবশ্য মরিব দোঁহে কহিনু নিশ্চয়॥
এত বলি দুই ভাই কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
অস্থির হইয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
ভীমসেন অর্জ্জুন কান্দেন দুইজন।
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কান্দে অনুক্ষণ॥
ধৃতরাষ্ট্র-বধূগণ করে হাহাকার।
রাত্রি দিন শোক বিনা অন্য নাহি আর॥
কান্দিয়া রাজার প্রতি কহে সর্ব্বজন।
নিশ্চয় না রহে প্রাণ শুনহ রাজন॥
কুরুকুলনাথ অন্ধ সুবলনন্দিনী।
বিদুর সঞ্জয় আর কুন্তী ঠাকুরাণী॥
তাঁহা সব বিহনে জীবন নাহি রয়।
ইহার বিধান শীঘ্র কর মহাশয়॥
এ শোক-সাগরে কেহ তিলেক না জীবে।
যথা গেল অন্ধরাজ তথা যাব সবে॥

এইরূপ নৃপতিরে কহে সর্ব্বজন।
শুনিয়া ভাবিত চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ॥
দিবারাত্রি কান্দিলেক মাদ্রীর তনয়।
শরীর ত্যজিবে দোঁহে হেন মনে লয় ॥
কোনমতে প্রবোধ না হয় দুই ভাই।
পুরজন আদি সবে কাতর সবাই ॥
অন্যমতে না হইবে শোক নিবারণ।
জ্যেষ্ঠতাত নিকটেতে যাইব কানন ॥
সবারে কাতর দেখি পাণ্ডবের পতি।
বাহুড়িয়া আসিবেন হেন লয় মতি ॥
কদাচিত বাহুড়িয়া যদি না আইসে।
সেইরূপে সবাই রহিব তাঁর পাশে ॥
এইরূপ অনুমানি ধর্ম্মের নন্দন।
সবারে আশ্বাস করি প্রবোধিয়া কন ॥
শোক দুঃখ ছাড়ি সবে স্থির কর মন।
সেই বনে সবে মোরা করিব গমন ॥
রাজার বচনে সবে তুষ্ট হ'য়ে মনে।
সেইক্ষণে বাহির হইল সর্ব্বজনে ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
ভীমসেন সুভদ্রা উত্তরা পরীক্ষিত ॥
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী।
লিখনে না যায় যত চলে নরনারী ॥
ত্রিবিধ বাহনে চলে আর পদব্রজে।
পঞ্চম শব্দেতে তাহে নানা বাদ্য বাজে ॥
পূর্ব্বেতে ভারত-যুদ্ধে সৈন্যের সাজনি।
তেমনি সাজিল অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥
তাহা সবাকার ছিল যত নারীগণ।
সবাই চলিল ধৃতরাষ্ট্র দরশন ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হেন অনুমানি।
মহারোলে কম্পমান হইল মেদিনী ॥
হেনমতে ধর্ম্মরাজ চলিল ত্বরিত।
দ্বৈপায়ন কাননেতে হৈল উপনীত ॥
গঙ্গাজলে স্নান করি প্রবেশি কাননে।
চলিলেন পঞ্চভাই সহ নারীগণে ॥
বসিয়াছে ধৃতরাষ্ট্র কুটীর ভিতর।
মৌনভাবে একাসনে যুড়ি দুই কর ॥
প্রণমিয়া পঞ্চভাই অন্ধের চরণে।
জ্যেষ্ঠতাত বলিয়া ডাকেন পঞ্চজনে ॥
সমাধি ত্যজিয়া অন্ধ শুনিবারে পায়।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন কুরুরায় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন সবিনয় ॥
তব ভৃত্য যুধিষ্ঠির শুন মহাশয় ॥
এত শুনি অন্ধ যুধিষ্ঠিরে কোলে নিল।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া শুভ জিজ্ঞাসিল ॥
কহ তাত পুরের কুশল সমাচার।
কুশলে আছেতো সব বন্ধু পরিবার ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কি কহিব আর।
তোমার সাক্ষাতে এই সব পরিবার ॥
তোমা না দেখিয়া সবা হৃদয় বিদরে।
আপনি রহিলা আদি কানন ভিতরে ॥
কহ তাত কোথা মম গান্ধারী জননী।
কোথা কুন্তী মাতা মোর ভোজের নন্দিনী ॥
খুল্লতাত কোথায় বিদুর মহাশয়।
তাঁ সবারে না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায় ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি।
ও কুটীরে তব মাতা গান্ধারী সংহতি ॥
বিদুরের সমাচার নিশ্চয় না জানি।
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই ক্ষত্তা গুণমণি ॥
অনশন ব্রত করি ত্যজিয়া আহার।
একেশ্বর গেল ক্ষত্তা নিকটে গঙ্গার ॥
চারিদিন আমা সহ নাহি দরশন।
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই কর অন্বেষণ ॥
শুনিয়া আকুল ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
চলিলেন গঙ্গাতীরে অন্তরে অস্থির ॥
গঙ্গাতীরে বটমূলে দেখি একেশ্বর।
দীর্ঘ জটাভার পড়িয়াছে পৃষ্ঠোপরে ॥
করপুটে বসিয়া আছেন মহাশয়।
প্রণাম করেন গিয়া ধর্ম্মের তনয় ॥
আছে কিনা আছে প্রাণ না জানি নিশ্চয়।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
ওহে খুল্লতাত বলি ডাকে ঘন ঘন।
কৃতাঞ্জলি করি ডাকে ভাই পঞ্চজন ॥

ওহে মহাশয় পাণ্ডবের প্রাণদাতা।
ভৃত্যগণ ডাকে তুমি উঠি কহ কথা ॥
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কৈলে পুনঃ পুনঃ।
যুধিষ্ঠির ডাকয়ে উত্তর নাহি কেন ॥
ওহে খুল্লতাত কেন না শুন শ্রবণে।
কোন অপরাধে এত কোপ কৈলা মনে ॥
এইরূপে পঞ্চ ভাই করেন রোদন।
দেখিলেন আকাশে থাকিয়া দেবগণ ॥
দুই আঁখি নিয়োজিল যুধিষ্ঠির পানে।
বিদুরের তেজ নিঃসরিল সেই ক্ষণে ॥
দ্বিতীয় দেখায় যেন রবির কিরণ।
যুধিষ্ঠির অঙ্গে লিপ্ত হইল তখন ॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
জয় জয় শব্দ হৈল অমর নগরে ॥
ভ্রাতৃগণে বলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
দ্বিগুণ হইল তেজ আমার শরীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিদুরের দেহত্যাগে সকলের বিলাপ
এবং ব্যাসদেবের সান্ত্বনা।

বিদুরে লইয়া কান্দিছেন পঞ্চজন।
হেনকালে আইলেন মুনি দ্বৈপায়ন ॥
মুনি দেখি প্রণমিল পঞ্চ সহোদর।
খুল্লতাত বলি কান্দে সবে উচ্চৈঃস্বর ॥
প্রবোধিয়া মুনিবর কহেন বচন।
অকারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন ॥
আপনি কি নাহি জান রাজা যুধিষ্ঠির।
তোমায় বিদুরে হয় একই শরীর ॥
মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্ম মহাশয়।
বিদুররূপেতে তাঁর ক্ষিতেতে উদয় ॥
তুমিহ আপনি ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম্ম অংশ হও তুমি ধর্ম্মের তনয় ॥
বিদুরের তেজ যেই হইল বাহির।
সেইক্ষণে প্রবেশিল তোমার শরীর ॥
কহিলাম তোমারে এ তত্ত্ব সমাচার।
শোক মোহ দূর কর ধর্ম্মের কুমার ॥
ব্যাসের বচনে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
বিধিমত বিদুরের করেন সৎকার ॥
ধৃতরাষ্ট্রে আসিয়া কহেন সমাচার।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে অম্বিকাকুমার ॥
আপনি ধরেন তাঁরে ব্যাস মহামুনি।
নানা কথা প্রবোধ কহেন তত্ত্ববাণী ॥
অন্ধ বলে বিদুর ছাড়িয়া গেল মোরে।
তথাপি রহিল মোর পাপ কলেবরে ॥
দুর্য্যোধন শোক মম হৈল পাসরণ।
কিরূপে বিদুরশোকে বাঁচিব এখন ॥
বিপরীত শব্দ হৈল পুনঃ সেই স্থলে।
দেখিবারে বনবাসী আইল সকলে ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাশে বসি ব্যাস মহামুনি।
প্রবোধ করিয়া কহিছেন তত্ত্ববাণী ॥
অবধান কর রাজা পূর্ব্বের কাহিনী।
দৈত্যভরে পীড়াযুক্ত হইল মেদিনী ॥
ধেনুরূপ ধরি গেল ব্রহ্মার সদন।
কান্দিতে কান্দিতে ক্ষিতি করে নিবেদন ॥
দৈত্যভর আর আমি সহিতে না পারি।
কি করিব আজ্ঞা দেহ সৃষ্টি অধিকারী ॥
শুনি ব্রহ্মা পৃথিবীরে আশ্বাসি তখন।
ক্ষীরোদের তীরে গিয়া সহ দেবগণ ॥
প্রণমিয়া করপুটে করিলেন স্তুতি।
তুষ্ট হ'য়ে প্রত্যক্ষ হইলেন শ্রীপতি ॥
দৈত্য বিনাশিতে যুক্তি করিয়া সৃজন।
দেবগণে আদেশেন কমললোচন ॥
নিজ নিজ অংশে সবে হও অবতার।
লীলায় করিব ক্ষয় পৃথিবীর ভার ॥
আপনি জন্মিব আমি বসুদেব ঘরে।
নাশিব পৃথিবী ভার কহিনু তোমারে ॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ।
দেবগণ সহ ব্রহ্মা গেলেন ভবন ॥
দেবকীর গর্ভে জন্মিলেন নারায়ণ।
অনন্ত অগ্রজ তাঁর রেবতীরমণ ॥

ধর্ম্ম অংশ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
বায়ু অংশে বৃকোদর পবনকুমার॥
ইন্দ্র অংশে জন্মি লন বীর ধনঞ্জয়।
অশ্বিনীকুমার দুই মাদ্রীর তনয়॥
অগ্নি অংশে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চাল-নন্দন।
লক্ষ্মী অংশে পাঞ্চালী যে বিখ্যাত ভুবন॥
আপনি আছিলা তুমি গন্ধর্ব্বের পতি।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কলির আকৃতি॥
অপর তোমার পুত্র রাক্ষস সকল।
সূর্য্য অংশে জন্ম বীর কর্ণ মহাবল॥
বসু অবতার ভীষ্ম তব জ্যেষ্ঠতাত।
বিদুর আপনি ধর্ম্ম শুন নরনাথ॥
বৃহস্পতি অংশে জন্ম দ্রোণ মহাশয়।
রুদ্র অংশে কৃপাচার্য্য জানিহ নিশ্চয়॥
চন্দ্র অংশে অভিমন্যু অর্জ্জুন-কুমার।
কহিনু তোমারে রাজা সর্ব্ব সমাচার॥
এইরূপে অন্ধেরে কহেন মুনিবর।
মায়ের নিকটে যান পঞ্চ সহোদর॥
গান্ধারীরে প্রণাম করেন পঞ্চজনে।
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী প্রসন্নবদনে॥
পুত্র কোলে করি কুন্তী করিল চুম্বন।
প্রণাম করিল আসি যত বধূগণ॥
এইমতে সর্ব্বজনে পূরিল কানন।
হেনকালে কহিলেন মুনি দ্বৈপায়ন॥
দ্বারকা নগরে আমি যাব শীঘ্রগতি।
বরে কার্য্য থাকে যদি মাগ নরপতি॥
বর মাগ থাকে যদি কিছু প্রয়োজন।
অবশ্য যাইব আমি দ্বারকা ভুবন॥
গান্ধারী সুবলসুতা শুনি হেন কথা।
করযোড় করি বলে সতী পতিব্রতা॥
কৃপার সাগর তুমি মুনি মহাশয়।
তোমার মহিমা যত মুনিগণে কয়॥
তোমার অসাধ্য দেব নাহি ত্রিজগতে।
সে কারণে এক বর মাগি যে তোমাতে॥
পুত্রশোক সম আর নাহি ত্রিভুবনে।
শত পুত্র আমার সংহার হৈল রণে॥
সেই শোকে দহে মম সকল শরীর।
তিলেক না হয় ক্ষান্ত নয়নের নীর॥
শোকের সাগরে ভাসি নাহিক উপায়।
সে কারণে মুনিরাজ নিবেদি তোমায়॥
একবার তাদের পাইলে দরশন।
শোকসিন্ধু হৈতে তবে হইব মোচন॥
প্রসবিয়া আমি না দেখিনু পুত্রমুখ।
এই মম হৃদয়ে আছয়ে বড় দুঃখ॥
এই বর মাগি দেব তব পদতলে।
কৃপায় দেখাও মোরে তনয় সকলে॥
অন্ধরাজ বলিলেন এই মনোনীত।
কৃপা কর মুনিরাজ কহিনু নিশ্চিত।
কুন্তীদেবী কহিছেন যুড়ি দুই কর।
মম মনস্কাম সিদ্ধ কর মুনিবর॥
কর্ণপুত্র নয়নে দেখিব একবার।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পঞ্চপুত্র আর॥
কৃপা করি দেখাও যদ্যপি মহাশয়।
হৃদয়ের শেল মম তবে দূর হয়॥
কিবা কব মুনিরাজ তোমার চরণে।
সদা মম দগ্ধচিত্ত শোকের আগুনে।
দীনবন্ধু ভগবান যিনি অন্তর্য্যামী।
তিনি তো সকল জ্ঞাত কি কহিব আমি॥
এমন অভাগী আমি জন্মেছিনু ভবে।
কান্দিয়া যে জন্ম গেল মৃত্যু হবে কবে।
শ্বশুরকুলের অন্ত আমা হতে হৈল।
আমি যে মহাপাতকী নাহি সমতুল॥
আমার মনের দুঃখ মনেতে র'য়েছে।
কাহারে কহিব সদা হৃদয় দহিছে॥
তুমি সর্ব্ব সারাৎসার কৃপার সাগর।
তুমি যে অকুল কর্ত্তা মহিমা অপার॥
ক্ষণেক যোগের বলে এই চরাচর।
পুনর্ব্বার করিবারে পার মুনিবর॥
সকল করিতে পার তুমি মহাঋষি।
কহিতে সকল কথা আঁখি-নীরে ভাসি॥
বলিব বলিব বলি করিতেছি মনে।
শোকেতে দহিছে অঙ্গ না চাহি নয়নে॥

পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি ।
তোমা হৈতে পাণ্ডুকুল হইল সংহতি ॥
কুলক্ষয় হৈল দেব ম'ল সব বীর ।
স্মরিতে হৃদয় দহে ঝরে আঁখি-নীর ॥
কেন বিধি হেন জন্ম দিয়াছিল মোরে ।
আঁখির পুত্তলী সব গেল কোথাকারে ॥
সতত নয়ন মোর সেই মুখ চায় ।
দারুণ অন্তর দহে কি কহিব হায় ॥
বিধি বিড়ম্বিল আমা কারে দিব দোষ ।
শুনিয়া তোমার বাণী হইনু সন্তোষ ॥
মম সম হতভাগ্য নাহি তিন লোকে ।
পিতৃকুল ক্ষয় হেতু সৃজিল আমাকে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ।
সবংশে মজিল পিতা পাঞ্চাল রাজন ॥
মম পঞ্চপুত্র মৈল দৈবের বিপাকে ।
শোকসিন্ধু মধ্যে বিধি ডুবাইল মোকে ॥
কান্দিয়া সুভদ্রা কহে যুড়ি দুই কর ।
নিবেদন অবধান কর মুনিবর ॥
আমা হেন হতভাগ্য নাহি ত্রিভুবনে ।
অভিমন্যু হেন পুত্র হত হৈল রণে ॥
দ্বিতীয় কুমুদবন্ধু রূপের বর্ণনা ।
ধনুর্দ্ধর মধ্যে কেহ নাহিক তুলনা ॥
জনক অর্জ্জুন যার মাতুল মুরারী ।
জ্যেষ্ঠতাত ভীমসেন ধর্ম্ম অধিকারী ॥
সবা বিদ্যমানে পুত্র হইল সংহার ।
আমা সম অভাগিনী কেবা আছে আর ॥
মৎস্যদেশে এল পুত্র বিবাহ কারণ ।
পুনঃ আমা সহিত না হৈল দরশন ॥
সকলি নিরাশ বিধি করিল আমারে ।
কেমনে ধরিব প্রাণ এ পাপ শরীরে ॥
কৃপার সাগর মুনি কর প্রতীকার ।
অভিমন্যু আমারে দেখাও একবার ॥
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী ।
প্রণমিয়া কহে কথা মুনি বরাবরি ॥
কম্পিতবদনী রামা পরিহরি লাজ ।
করযোড়ে কহে অবধান মুনিরাজ ॥

আমাদের পরিতাপ কর বিমোচন ।
স্বামী পুত্র সহিত করাও দরশন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাশয় ।
কৃপায় খণ্ডাও মম মনের বিস্ময় ॥
ইষ্ট বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব মিত্রগণ ।
ভারত-যুদ্ধেতে হত হৈল যত জন ॥
যদি পুনঃ তা সবারে দেখিব নয়নে ।
শোকসিন্ধু হৈতে পার হইব আপনে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য রাজা দুর্য্যোধন ।
বিরাট দ্রুপদ আদি যত বন্ধুগণ ॥
সবার সহিত দেখা করাও আমার ।
তোমা বিনা এ কর্ম্ম করিতে শক্তি কার ॥
পূর্ব্বে পিতামহ-মুখে শুনিয়াছি আমি ।
বেদশাস্ত্র প্রকাশিতে নারায়ণ তুমি ॥
এত বলি নিবর্ত্তিল ধর্ম্মের নন্দন ।
নিজ নিজ কামনা কহিল সর্ব্বজন ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন ।
আশ্বাসিয়া সবাকারে বলেন বচন ॥
যে বাসনা করিলে আমার কাছে সবে ।
আজি নিশাযোগে এ বাসনা পূর্ণ হবে ॥
হৃষ্টচিত্ত হৈল সবে মুনির বচনে ।
নিশ্চয় হইবে দেখা করিলেন মনে ॥
কতক্ষণে দিন যাবে হইবে রজনী ।
অস্তগত হৈল অনুমানি দিনমণি ॥
হেনমতে দিন গেল রজনী প্রবেশে ।
কুতূহল সর্ব্বজন হরিষ বিশেষে ॥
করযোড়ে স্তব করে মুনির গোচর ।
মনের বাসনা পূর্ণ কর মুনিবর ॥
তবে সত্যবতী-সুত ব্যাস মহামুনি ।
অদ্ভুত যাঁহার কর্ম্ম কি দিব নিছনি ॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি ডাকি কহে মুনিরাজ ।
দুই হস্ত তুলি ডাকে যতেক সমাজ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বলি ডাকে মুনিবর ।
দুর্য্যোধন শল্য আদি যত ধনুর্দ্ধর ।
সত্বরে আইস সবে আমার বচনে ।
বিলম্ব না কর এস আমার এখানে ॥

ধ্যান করি মুনিবর ডাকে ঘনে ঘন।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ব্যাসের বচন ॥
ইন্দ্রপুরে নিবাস করয়ে যত বীর।
দেব সঙ্গে বৈসে সবে দেবতা শরীর ॥
ব্যাসমুনি স্থানে সবে জানিয়া কারণ।
সত্বরে মুনির অগ্রে চলে সর্ব্বজন ॥
কৌরব পাণ্ডব যত ছিল বীরগণ।
ব্যাস মুনি অগ্রেতে চলিল সর্ব্বজন ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥

ব্যাসের আজ্ঞায় স্বর্গ হৈতে দুর্য্যোধনাদির আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রদিগের সহিত সাক্ষাৎ।

মুনি বলে অবধান শুনহ রাজন্।
মুনিস্থানে স্বর্গ হ'তে এল সর্ব্বজন ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিয়া।
ব্যাসের সদনে সবে মিলিল আসিয়া ॥
দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হৈয়া মুনিবর।
কহিলেন সকলেরে ডাকিয়া সত্বর ॥
মনের বাসনা পূর্ণ হইল সবাকার।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু সবে দেখ আপনার ॥
দিব্যরথে আসিল যে সারথি সহিত।
গঙ্গার নন্দন ভীষ্ম সংগ্রামে পণ্ডিত ॥
দিব্য শরাসন হাতে দিব্য শর তূণ।
মালতীর মালা গলে শোভে চতুর্গুণ ॥
দিব্য শঙ্খ বাদ্য পূরি গগনমণ্ডলী।
এইরূপে দেখা দেন ভীষ্ম মহাবলী ॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ করে দ্রোণ মহাশয়।
দিব্য রথসজ্জা রক্তবর্ণ চারি হয় ॥
সপ্ত কুম্ভ কমণ্ডলু ধ্বজ মনোহর।
দিব্য শঙ্খ শব্দেতে পূরিত চরাচর ॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান ভূষণ মলয়জ।
স্কন্ধেতে উত্তরী অঙ্গে ভূষিত কবচ ॥
দিব্যরথে আরোহিয়া কর্ণ মহাবল।
অক্ষয় কবচ অঙ্গে মকর কুণ্ডল ॥
অগুরু চন্দন শোভে পদ্ম পুষ্পমাল।
আজানুলম্বিত ভুজ বিক্রমে বিশাল ॥
দিব্যরথে সারথি বিজয়ী ধনুর্ব্বাণ।
অখণ্ডমণ্ডল বিধু জিনিয়া বয়ান ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদে পূরে বনস্থলী।
প্রফুল্লবদনে সবে আশ্বাসয়ে বলি ॥
ভগদত্ত জয়সেন জয়দ্রথ রাজা।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ বিকর্ণ মহাতেজা ॥
শত ভাই সহিত নৃপতি দুর্য্যোধন।
শকুনি মাতুল সঙ্গে তনয় লক্ষণ ॥
নারায়ণী সেনাগণ সুশর্ম্মা সংহতি।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা শল্য মহারথী ॥
প্রতিবিন্দ অনুবিন্দ আর জরাসন্ধ।
কাশীরাজ কাম্বোজ সহিত নৃপবৃন্দ ॥
দণ্ড ধনুর্ব্বাণ করে সুষেণ নৃপতি।
কলিঙ্গ ঈশ্বর শত অনুজ সংহতি ॥
অলম্বুষ অলায়ুধ রাক্ষস সকল।
বিপরীত গর্জ্জনে পূরিছে বনস্থল ॥
দিব্যরথে আরোহিয়া ঘটোৎকচ বীর।
কনক কুণ্ডল কর্ণে প্রকাণ্ড শরীর ॥
মহাবীর অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন।
দিব্যরথে আরোহিয়া হাতে শরাসন ॥
দ্রুপদ নৃপতি পুত্রগণ সমুদিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্রাজিত ॥
সপুত্র বিরাট রাজা সহ দুই ভাই।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দেখ এক ঠাঁই ॥
জরাসন্ধসুত সহদেব ধনুর্দ্ধর।
শিশুপাল তনয় চেদীর নৃপবর ॥
পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে সবে ভারত সমরে।
সমর করিল তাঁরা যেমন প্রকারে ॥
সেই ধনুর্ব্বাণ সেই রথ আরোহণ।
সেই অশ্ব সারথি মাতঙ্গ অশ্বগণ ॥
রথ রথী অশ্বের উপরে আসোয়ার।
গজেতে মাহুতগণ পর্ব্বত আকার ॥
ধানুকী ধনুক হাতে চর্ম্ম অসি ঢালী।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী এক ঠাঁই মেলি ॥

নিজ নিজ বান্ধব পাইয়া দরশন।
আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন সর্ব্বজন॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিব্যচক্ষু দিলা মুনিবর।
আত্মীয় সকলে দেখে অন্ধ নৃপবর॥
আনন্দ-সাগরে ভাসে কুরু নরপতি।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতে বসুমতী॥
দুর্য্যোধন আদি এক শত সহোদর।
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল অন্ধের গোচর॥
পুত্রগণ কোলে করি অম্বিকানন্দন।
অনিমিষ নয়নে করয়ে নিরীক্ষণ॥
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ বদনে চুম্বন।
মনের মানসে করে কথোপকথন॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভগদত্ত শল্য নরপতি।
কর্ণ ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ মহামতি॥
ধৃতরাষ্ট্র নিকটে বসিল সর্ব্বজন।
কানন ভিতরে হৈল হস্তিনাভুবন॥
পূর্ব্বমত সভা করি বৈসে অন্ধরাজ।
পাত্রমিত্র ইষ্ট বন্ধু সকল সমাজ॥
ব্যস্ত হ'য়ে গান্ধারী ধরিল পুত্রগণে।
প্রণমিল শত পুত্র মায়ের চরণে॥
শত পুত্র কোলে করি সুবল-নন্দিনী।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী॥
ঘন ঘন চুম্ব দেন পুত্রগণ-মুখে।
অনিমিষ নয়নে পুত্রের মুখ দেখে॥
আনন্দ-সাগরে সবে হইল পূর্ণিত।
অন্য অন্য কহে কথা মনের পীরিত॥
পুলকে পূর্ণিত পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
খণ্ডিল সকল তাপ আনন্দিত মন॥
ভীষ্ম দ্রোণ চরণে করিল নমস্কার।
মদ্ররাজে সম্ভাষে মাতুল আপনার॥
কর্ণেরে প্রণাম করে পঞ্চ সহোদর।
আনন্দে চক্ষুর জল বহে খরতর॥
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে কর্ণ করি আলিঙ্গন।
কুন্তীর নিকটে গেল ভাই ছয় জন॥
প্রণাম করিল কর্ণ কুন্তী-পদতলে।
আনন্দে ভাসিল কুন্তী পুত্র নিল কোলে॥
ঘন ঘন চুম্ব দেন বদনকমলে।
বার বার অনিমিষ নয়নে নেহালে॥
খণ্ডিল সকল পাপ আনন্দিত মনে।
কোলে করি বৈসে কুন্তী পুত্র ছয় জনে॥
কথোপকথন করে মনের হরিষে।
সব পাসরিল যত দুঃখ শোক ক্লেশে॥
বৃষসেন আদি যত কর্ণের কুমার।
ঘটোৎকচ অভিমন্যু পঞ্চপুত্র আর॥
নিকটে আসিয়া সবে হৈল উপনীত।
পাঞ্চাল বিরাট বন্ধুগণের সহিত॥
পুত্রগণ পেয়ে কুন্তী হৃদয়ে লইল।
হরিষে নয়নজলে স্নান করাইল॥
ঘটোৎকচ পেয়ে তবে ভীমসেন বীর।
আলিঙ্গন করি ভীম পুলক শরীর॥
অভিমন্যু করি কোলে বীর ধনঞ্জয়।
আসিয়া সুভদ্রা দেবী পুত্র কোলে লয়॥
মাতা পিতা সম্বোধিয়া অভিমন্যু রথী।
পরীক্ষিত পুত্র কোলে নিল শীঘ্রগতি॥
বসিল উত্তরাদেবী অভিমন্যু পাশে।
নানা কথা আলাপন করে পরিতোষে॥
দুর্য্যোধন আদি করি ভাই শত জন।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব করিল সম্ভাষণ॥
পূর্ব্বমত শত্রুভাব নাহিক এখন।
অন্য অন্য সম্ভাষা করয়ে হৃষ্টমন॥
পঞ্চ পুত্র পেয়ে তবে দ্রুপদ-কুমারী।
আনন্দে পূর্ণিতা হৈল পুত্র কোলে করি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রুপদ নরপতি।
ভ্রাতৃ জ্ঞাতি দেখি কৃষ্ণা আনন্দিত মতি॥
করযোড়ে প্রণমিল পিতার চরণে।
যথাবিধি সম্ভাষা করিল ভ্রাতৃগণে॥
ধরিয়া পিতার হস্ত দ্রৌপদী সুন্দরী।
শোক দুঃখ সম্বরে বিলাপ বহু করি॥
আনন্দে পূর্ণিত মনস্তাপ গেল দূরে।
নানা কথা আলাপন হরিষ অন্তরে॥
দ্রুপদ বিরাট আদি যত বন্ধুগণ।
পঞ্চভাই পাণ্ডব করিল সম্ভাষণ॥

অতি হৃষ্টচিত্ত হৈয়া ভাই পঞ্চজন।
সম্ভাষিয়া তোষেণ যতেক বন্ধুগণ॥
নিজ নিজ পতি দেখি যত নারীগণ।
সম্ভ্রমে পতির পাশে আইল তখন॥
হরষিত হ'য়ে স্বামী বসাইল পাশে।
ইষ্টকথা আলাপনে সবারে সম্ভাষে॥
দুর্য্যোধন পাশে বসি ভানুমতী নারী।
তনয় লক্ষ্মণ কোলে করিল সুন্দরী॥
দুঃশাসন সহ ঊনশত ভাই আর।
নিজ নিজ পত্নী লৈয়া বসে যে যাহার॥
এমত প্রকারে সবে বঞ্চিল রজনী।
নহিল নহিবে হেন অপূর্ব্ব কাহিনী॥
এইরূপে হৈল সব তাপ বিমোচন।
সাধু সাধু মুনিবর কহে সর্ব্বজন॥
মনোগত নারীগণে ভাবয়ে হৃদয়।
এমত রজনী যেন প্রভাত না হয়॥
পাছে পুনঃ স্বামীসনে হয়ত বিচ্ছেদ।
এই হেতু সবার হৃদয়ে বাড়ে খেদ॥
চাপিয়া চরণে ধরে নিজ নিজ পতি।
দেখিয়া ব্যথিত হৈল যত মহামতি॥
মুনিবাক্য শুনি তবে আনন্দ অপার।
দৃঢ় করি ধরে সব স্বামী আপনার॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র স্থানে বসি পঞ্চজনে।
বিদায় মাগিল সবে অন্ধের চরণে॥
শোকেতে কান্দেন অন্ধ গান্ধারী সহিত।
বিচ্ছেদ করিতে আর না হয় উচিত॥
দেখিয়া সকলে তবে প্রবোধিয়া কয়।
অকারণে শোক কেন কর মহাশয়॥
কত দিন বনে যোগ কর আচরণ।
অচিরে পাইবে আমা সবার দর্শন॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহিত ভোজসুতা।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডুপুত্র দ্রুপদ-দুহিতা॥
সবারে প্রবোধ করি মাগিল বিদায়।
নিজ নিজ পত্নীগণে লৈয়া সবে যায়॥
উত্তরা সুন্দরী যায় অভিমন্যু সাথে।
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা লাগিল চিন্তিতে॥
কহিলেন ব্যাসপদে করিয়া প্রণতি।
উত্তরা চলিল অভিমন্যুর সংহতি॥
মাতৃহীন হইবেক রাজা পরীক্ষিত।
উত্তরারে যাইবারে না হয় উচিত॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি চিন্তিত হৃদয়।
উত্তরারে রাখিলেন মুনি মহাশয়॥
অপর সকল নারী স্বামীর সংহতি।
স্বর্গপুরে চলে সবে পতিব্রতা সতী॥
সংসারের মায়া কেহ না করিল আর।
মুনির প্রসাদে ভবসিন্ধু হৈল পার॥
হেনমতে অবশেষ হইল রজনী।
দশদিক প্রসন্ন প্রকাশে দিনমণি॥
দিব্যজ্ঞান জন্মে সব পাপের বিনাশ।
আশ্রমিক পর্ব্ব কথা কহে কাশীদাস॥

যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন ও তপোবনে
ধৃতরাষ্ট্রাদির যজ্ঞাগ্নিতে দাহ।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরনাথ
এইরূপে হইল সে রজনী প্রভাত॥
যুধিষ্ঠির প্রতি কন ব্যাস তপোধন
হস্তিনানগরে রাজা করহ গমন॥
না ভাবিহ শোক দুঃখ হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
ভ্রাতৃসঙ্গে রাজ্যের পালন কর গিয়া॥
ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী আর গান্ধারী সঞ্জয়।
সবারে বিদায় করে মুনি মহাশয়॥
প্রদক্ষিণ করি সবে মুনিরে বন্দিল।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি নিজ স্থানে গেল॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি সঙ্গে ভ্রাতৃগণ।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর বন্দেন চরণ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দোঁহে প্রসন্ন বদন।
ওহে তাত নিজ রাজ্যে করহ গমন॥
কুরুকুলে তোমা বিনা কেহ নাহি আর।
তুমি পিণ্ড দিবে আশা আছে সবাকার॥
ভুবনে অপূর্ব্ব তাত তোমার চরিত্র।
তোমা হৈতে কুরুকুল হইবে পবিত্র॥

দুঃখ না ভাবিহ তাত থাক হৃষ্টমনে।
রাজ্য দেশ পাল গিয়া ভাই পঞ্চজনে॥
পঞ্চ ভাই বন্দিলেক মায়ের চরণে।
ছাড়িয়া যাইতে কিন্তু নাহি লয় মনে॥
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী তনয় সকলে।
সহদেব নকুলেরে লইলেম কোলে॥
দ্রৌপদীরে চাহি কুন্তী বলয়ে বচন।
এই দুই পুত্রে তুমি করিবা যতন॥
লক্ষ্মী অবতার তুমি সতী পতিব্রতা।
মহিমাতে তুমি হৈলা জগতে পূজিতা॥
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক যাবৎ ধরণী।
এত বলি আশীর্ব্বাদ কৈল সুবদনী॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই পাঞ্চালী সহিত।
সুভদ্রা উত্তরা আর রাজা পরীক্ষিত॥
সকলে মেলানি করি আরোহিয়া রথে।
মলিন বদনে চলিলেন পঞ্চ ভ্রাতে॥
বহু সৈন্যগণ সঙ্গে বিবিধ বাজন।
সুগন্ধি সহিত বয় মন্দ সমীরণ॥
জাহ্নবী-সলিলে স্নান করিয়া তর্পণ।
চলেন হস্তিনাপুরে পাণ্ডুর নন্দন॥
নানা বাদ্য বাজে, নাচে গায় বিদ্যাধরী।
পঞ্চ ভাই প্রবেশ করেন নিজ পুরী॥
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃ সঙ্গে করে রাজ-কাজ।
পুত্রবৎ পালন করেন ধর্ম্মরাজ॥
অনুক্ষণ ধর্ম্ম বিনা অন্য নাহি মনে।
সর্ব্বদা করেন রাজা অন্ধের ভাবনে॥
জননী আমার কুন্তী গান্ধারী জননী।
সঞ্জয় সহিত বনে অন্ধ নৃপমণি॥
অনাথের নাথ প্রায় বনে চারিজন।
নাহি জানি কোন কর্ম্ম হইবে এখন॥
এই মত ধর্ম্ম ভাবে দিবস রজনী।
দৈবযোগে আইলা নারদ মহামুনি॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া প্রণমেন পঞ্চজন।
করযোড়ে দাঁড়াইল বিষণ্ণ বদন॥
বসিতে করিল আজ্ঞা মুনি মহাশয়।
নিকটে বসেন পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই পাঞ্চালী সহিত।
সুভদ্রা উত্তরা আর রাজা পরীক্ষিত॥
করযোড়ে কহিলেন শুন মুনিবর।
জনক জননী মম অরণ্য ভিতর॥
অনাথের সদৃশ নিবসে ঘোর বনে।
এই গতি হৈল আমা পুত্র বিদ্যমানে॥
মুনি বলিলেন নৃপ শুন সাবধানে।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা যজ্ঞ কৈল একদিনে॥
অগ্নির নির্ব্বাণ নাহি করিল রাজন।
সেই অগ্নি লাগিয়া দহিল তপোবন॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সঞ্জয় তব মাতা।
চারিজনে যোগাসনে আছিলেন তথা॥
অগ্নি দেখি অন্তর নহিল চারিজন।
সেই সে অগ্নিতে সবে হইল দাহন॥
নিজ কৃত অগ্নিতে পুড়িল অন্ধরাজ।
শ্রাদ্ধ আদি কর রাজা নাহি কর ব্যাজ॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই লোটায় ধরণী।
হাহাকার করিয়া কান্দিল নৃপমণি॥
দ্রৌপদী প্রভৃতি পুরে কান্দে সর্ব্বজন।
বহু অনুতাপ করি করিল রোদন॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি দ্বিজগণে।
শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপিয়া তুষিলেন ধনে॥
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

আশ্রমিকপর্ব্ব সমাপ্ত।